মাদ্রাসা শিক্ষা ...

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/গাইবান্ধা-২২/১৯২

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর দ্বি-মূখী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার (ইআইআইএন-১২১৪৯৬) সুপারের বিরুদ্ধে নিয়োগ বানিজ্যের উদ্দেশে অবৈধ কমিটি গঠন, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি ও আত্মসাৎ এবং সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় প্রক্সির মাধ্যমে চরম অসদাচরণ করেছেন মর্মে জনাব মো: কুদ্দুস শেখ একটি অভিযোগ দাখিল করেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

৪.১২.২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

নং-বামাশিবো/প্রশা/ গাইবান্ধা-২২/১৯২/১

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১. জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, ইসবপুর দ্বি-মূখী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা;
৫. সভাপতি/পরিচালনা কমিটি, ইসবপুর দ্বি-মূখী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা;
৬. জনাব জনাব মো: কুদ্দুস শেখ (অভিযোগকারী), ডাকঘর: গোপীগ্রাম, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

০৪/১২/২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

বরাবর,

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

বিষয়: সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিম কর্তৃক 'নিয়োগ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একইসাথে অবৈধ কমিটি গঠন, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার' ও 'সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় প্রক্সির মাধ্যমে চরম অসদাচরণ ও নৈতিক স্খলনের' অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা]-এর অধ্যক্ষ/সুপার [মো. রেজাউল করিম] তাঁর পদ ও ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ণ করছেন এবং একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত হয়েছেন। এই কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষার পরিবেশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গত বছর (২০২৪) অভিযোগ করেও ফল পাইনাই।

অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. নিয়োগ বাণিজ্য, অবৈধ কমিটি গঠন ও ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি সুপার মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা গ্রহণের (নিয়োগ বাণিজ্য) উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ গোপন ও অবৈধভাবে কমিটি গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি কমিটি গঠনে গুরুতর স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি করেছেন:

অবৈধ কমিটি ও স্বজনপ্রীতি (বিধিবহির্ভূত):

সুপার সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁর শ্যালককে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে গোপনে নিয়মিত কমিটি গঠনের চেষ্টা করেছেন। কমিটি গঠনে স্থানীয় কোনো অভিভাবক বা এলাকাবাসীকে রাখা হয়নি। তিনি একই সময়ে অবৈধ অ্যাডহক কমিটি ও নিয়মিত কমিটি উভয় ফাইল প্রস্তুত করে জমা দিয়েছেন, যেখানে অভিভাবক সদস্যদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করা হয়েছে।অবৈধভাবে গঠিত এই কমিটির কাগজপত্র বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে গোপনে পাঠানো হয়েছে/জমা দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক দুর্নীতি ও আত্মসাৎ:

শিক্ষকদের বেতন স্কেল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপার অতিরিক্ত টাকা ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেছেন। মাদ্রাসার আয় (পুকুর, জমি লিজের টাকা) সংক্রান্ত হিসাবে ব্যাপক গরমিল রয়েছে এবং লিজের টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা না রেখে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের ৪টি শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী থাকা সত্ত্বেও সুপার কোনো পদক্ষেপ নেননি।

২. বোর্ড পরীক্ষায় জালিয়াতি ও সুপারের চরম নৈতিকশৃঙ্খলা

সুপার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় গুরুতর অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা তাঁর নৈতিক শৃঙ্খলার এক অকাট্য প্রমাণ:

পরীক্ষার বিবরণ শিক্ষার্থীর তথ্য অনিয়মের তথ্য

এসএসসি (২০২৩/২০২৪) পুনঃপরীক্ষা সুপারের ছেলে। গণিতসহ একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় সে পুনঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

দাখিল পরীক্ষা (২০২৪/২০২৫) সুপারের ছেলে। দাখিল পরীক্ষার [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] এবং এসএসসি বোর্ডের [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] পুনঃপরীক্ষার তারিখ একই দিনে ছিল।

একই দিনে দুটি ভিন্ন বোর্ডের, ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শারীরিকভাবে অসম্ভব ও সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত।

এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সুপার তাঁর সন্তানের জন্য প্রক্সির (Proxy) ব্যবস্থা করেছেন অথবা চরম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই নৈতিক অসদাচরণের জন্য তিনি দায়িত্বশীল পদে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমাদের জোর দাবিঃ
অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং সুপারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে আরও ক্ষতি রোধকল্পে, আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছিঃ

১. ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিমকে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত (Immediate Suspension) করা হোক। ২. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে জমা দেওয়া অবৈধ নিয়মিত কমিটি গঠনের ফাইলটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত (Stay Order) করা হোক এবং বাতিল করা হোক। ৩. সুপারের ছেলের দুটি পরীক্ষার সময়সূচি, হাজিরা খাতা ও উত্তরপত্র যাচাই করে জালিয়াতির সত্যতা নিশ্চিত করা হোক এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ৪. সুপারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আর্থিক দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগগুলো দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক।

ধন্যবাদান্তে,
সচেতন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও নাগরিক মহল
[ইসবপুর গ্রাম] ইসবপুর, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধাগনের পক্ষে

মো; আ: কদ্দুছ

মোঃ কদ্দুছ শেখ
পিতা-মৃত বাচ্চা শেখ
সাং-ইসবপুর
সাদুল্লাপুর,গাইবান্ধা
মোবা:০১৭২৭৯৬৬৮১৮

অনুলিপি জ্ঞাপনার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ
১. মহাপরিচালক বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।

Day :

Time Date: ২২/১১/২০২২

ঈসবপুর দাখিল মাদ্রাসায় নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে আমি মোঃ মাহমুদার রহমান কিছু জানিনা তাই কোথায় কখন কিভাবে হয়েছে নিয়োগ কিংবা মেম্বার এবিষয়ে আমি জানিনা আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করিয়ে কমিটি গঠন করেছে।

ইতি

মোঃ মাহমুদার রহমান

মাহমুদার

01724021934

Day

Time

Date : ২২/১১/২

হাটপুড়া দাখিল মাদ্রাসার নতুন কমিটি গঠন।
প্রসঙ্গে আমি মোঃ ইমদাদ হোসেন এই কমিটি

বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। এই কোথায় কখন
কিভাবে স্বাক্ষর নিয়েছে কিংবা কেন নাই তাকি
আমি কিছু জানিনা। আমার স্বাক্ষর জালিয়া
করিয়া নতুন কমিটি গঠন করিয়াছে।

স্বাঃ
মোঃ ইমদাদুল হাসান
01716778504

Day
Time
Date : ২২/১২/২

ইসবপুর দাখিল মাদ্রাসার নতুন কমিটি গঠ
প্রসঙ্গে আমি মোছাঃ মোমিনা আক্তার এই কমি
বিষয়ে কিছু জানিনা। তাই কোথায় কখন
কিভাবে সম্পাদন হয়েছে আমার স্বাক্ষর নিয়ে
তা জানিনা। আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি
করিয়া নতুন কমিটি গঠন করেছে

ইতি

মোছাঃ মোমিনা আক্তার
মোমিনা
01724391948

Day ১১
Time

অভিভাবকের স্বাক্ষর:

১। মরজিনা
২। মোছাঃ আলিয়ারা খাতুন
৩। মাহমুদা
৪। রাবিয়া
৫। মাজিদা
৬। রবেয়া
৭। নাজমা
৮। রোকসানা
৯। কাজল
১০। মোঃ নবীর হোসেন
১১। মোঃ হাবিব
১২। আনোয়ার নবী
১৩। আলম
১৪। মমতাজ
১৫। মোঃ আবু বকর
১৬। [illegible]
১৭। মোঃ খোরশেদ আলম
১৮। মোঃ আনোয়ার
১৯। মোঃ মানু আকন্দ
২০। আম্বিয়া
২১। বাদশা

দৈনিক দিনকাল THE DAILY DINKAL
দেশ ও জনগণের কথা বলে

সাদুল্লাপুরে মাদরাসা সুপারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ইসবপুর দ্বি-মূখী ইসলামীয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মুহা. রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠনসহ নানাবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার দুপুরের দিকে ওই মাদরাসায় এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা সুপারের নিকট গোপন কমিটি গঠনের ব্যাখা জানতে চান। এসময় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দ্রুত মাদরাসা ত্যাগ করেন মুহা. রেজাউল করিম।

মাদরাসাটির অভিভাবকসহ স্থানীয়রা জানায়, কয়েক বছর আগে ইসবপুর দ্বি-মূখী ইসলামীয়া দাখিল মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন মুহা. রেজাউল করিম। এরপর থেকে তিনি নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কতিপয় স্বার্থন্বেশী ব্যক্তির সঙ্গে আতাঁত করে গত ২৫ অক্টোবর মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি গোপনে গঠন করেছেন এই সুপার রেজাউল করিম। সেখানে তার শালক মনজুরুল ইসলামকে সভাপতি বানিয়েছেন। অথচ এই মনজুরুলের বাড়ি মাদরাসা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কামারপাড়ার হাটবামুনী গ্রামে। সামনে একাধিক পদে নিয়োগ বাণিজ্যের লক্ষ্যে গোপন কমিটি গঠন করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদিকে গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়টি সম্প্রতি ফাঁস হলে ফুসে ওঠেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী। সুপার রেজাউল করিমের এই অনিয়মের প্রতিবাদে চরম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারা।

এ বিষয়ে অভিভাবক রায়হান মিয়া, তারা মিয়া ও কুদ্দুস আলীসহ আরও বেশ কিছু অভিভাবক বলেন, বিধিমালা অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠনে প্রকাশ্যে তফসিল প্রকাশ করা অবশ্যক। যা শিক্ষার্থীসহ ক্যাচম্যান এলাকার সবাই অবগত থাকবেন। কিন্তু সেটি না করে গোপনে কমিটি গঠন করে সামনে নিয়োগ বাণিজ্যের চেষ্টা করছেন সুপার রেজাউল করিম। তাই এই পকেট কমিটি বাতিল করে আমরা পুনরায় কমিটি গঠনের দাবি করছি। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনে মাঠে নামবো আমরা।

সখিপুরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতি
শত কোটি টাকা নিয়োগ ব

সখিপুর(টাঙ্গাইল)প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলায় ৮৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিগত ১৭ বছরে অধ্যক্ষ, প্রভাষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক অফিস সহায়ক, চতুর্থ, তৃতীয় শ্রেনীর কর্মচারী নিয়োগে শত কোটি টাকা নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০টি কলেজ, ২৭টি মাদ্রাসা, ৫১টি নিম্ন-উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী দোসর প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি থাকায় এবং আওয়ামী লীগের ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়রম্যান, পৌর মেয়র, এমপি থাকার কারণে নিয়োগ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ, মানববন্ধন করার পরও কোন সুবিচার পাওয়া যায়নি বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। কয়েকজন ভুক্তভোগী এ প্রতিবেদকের নিকট ঘুষ লেনদেনের রেকর্ডিংও পাঠিয়েছেন। নিয়োগ বোর্ডে ডিজি প্রতিনিধি,ম্যানেজিং কমিটি,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সংশ্লিষ্ট সকলকে ম্যানেজ করে পতিত ফ্যাসিস্ট আ.লীগ সরকারের ১৭বছর আওয়ামী দোসররা একতরফা শত কোটি টাকা নিয়োগ বানিজ্য করেছে। এছাড়া বিগত ১৭বছরের প্রতি বছর নির্দিষ্ট প্রকাশনীর নিকট থেকে কোটি টাকা ডুনেশন নিয়ে শিক্ষক সমিতির ব্যানারে ওই প্রকাশনীর নোট,গাইড,গ্রামার-ব্যাকারন পাঠ্য করার অভিযোগ রয়েছে। যা সুষ্ঠ,নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে।বিগত ১৭বছরে যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বানিজ্য হয়েছে সেগুলো হলো-মুজিব কলেজ(সখিপুর সরকারি কলেজ),সখিপুর আবাসিক মহিলা অনার্স কলেজ,হাতিয়া কলেজ,বড়চওনা-কুতুবপুর কলেজ,বোয়ালী কলেজ,আমীর উদ্দিন কলেজ,পলাশতলী মহাবিদ্যালয়,সখিপুর পি এম মডেল গভঃস্কুল এন্ড কলেজ,সূর্যতরুন শিক্ষাঙ্গন আবাসিক স্কুর এন্ড কলেজ, বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ,সখিপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,কালমেঘা ইলিমজান উচ্চ বিদ্যালয়,নলুয়া বাছেত খান উচ্চ বিদ্যালয়,কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়,কালিয়াপাড়া ডাকাতিয়া মাজেদা মজিদ উচ্চ বিদ্যালয়,সুরিরচালা আব্দুল হামিদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়,জনতা উচ্চ বিদ্যালয়,এসএ উচ্চ বিদ্যালয়,বাঘেরবাড়ি কাকড়াজান উচ্চ বিদ্যালয়,ঘোনারচালা উচ্চ বিদ্যালয়,কালিদাস কলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়,ইন্দারজানি

> **প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী দোসররা দায়িত্বে থাকায় বিবিধ বিষয়ে অভিযোগ, মানববন্ধন করেও কোনো সুবিচার পাওয়া যায়নি**

পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়,কচুয়া পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়,বড়চওনা উচ্চ বিদ্যালয়,রতনপুর খোমবাহার উচ্চ বিদ্যালয়,বহেড়াতৈল গণ উচ্চ বিদ্যালয়,হতেয়া এইচ এইচ ইউ উচ্চ বিদ্যালয়,কুতুবপুর রওশন উচ্চ বিদ্যালয়,গোহাইলবাড়ী আঃগণি উচ্চ বিদ্যালয়,কে জি কে উচ্চ বিদ্যালয়,বি এল এস চাষী উচ্চ বিদ্যালয়,মহানন্দপুর বিজয় স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়,বেতুয়া উচ্চ বিদ্যালয়,বিসি বাইদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,নাকশালা জমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়,ইছাদিঘী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,বানিয়ারছিট সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়,দাড়িপাকা উচ্চ বিদ্যালয়,প্রতিমাবংকি একতা উচ্চ বিদ্যালয়,ছোট মৌশা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,তক্তারচালা সবুজ বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়,লাঙ্গুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়,বংকি,সাড়াসিয়া বাসারচালা উচ্চ বিদ্যালয়,হামিদপুর গণ উচ্চ বিদ্যালয়,গজারিয়া শান্তিকুঞ্জ একাডেমি
আদর্শ উচ্চ বিদ্যা
বালিকা উচ্চ
বিদ্যালয়,জমশেরনগ
বিদ্যালয়,উদয়ন উচ্চ
উচ্চ বিদ্যালয়, ঢনা
আঃ রকিব(বীরবিক্র
বড়চালা নিম্ন মা
ইনস্টিটিউট,আদর্শ
ভূয়াইদ ইন্সটিটিউট ও
আড়াইপাড়া বালিকা
ছোটচওনা উচ্চ বি
বিদ্যালয়,গড়গোবিন্দ
উচ্চ বিদ্যালয়,
মাদ্রাসা,প্রতিমাবংকী
মাদ্রাসা,মাওলানাপাড়
মাদ্রাসা,নলুয়া ইসলামি
ইসলামিয়া সিনিয়র মা
মাদ্রাসা,কাহারতা
মাদ্রাসা,চুলবাইদ
মাদ্রাসা,চাকদহ ইসলা
ওয়াজেদিয়া দাখিল
দাখিল মাদ্রাসা,কালির
দাখিল মাদ্রাসা,মধ্য
দাখিল মাদ্রাসা,মুন্সিগ
মাদ্রাসা,দেবরাজ
মাদ্রাসা,হতেয়া ডিএস
দাখিল মাদ্রাসা,মামু
মাদ্রাসা,দিঘীরচালা জ
মাদ্রাসা,জিতাশ্বরী
মাদ্রাসা,ফুলবাগ আই
বাংলা বালিকা দা
দাখিল মাদ্রাসা,
মাদ্রাসা,কালিদাস
মাদ্রাসা,বেড়বাড়ী দ
বানিজ্যেও বিষয়ে
অফিসার হারুন অর
কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়ো
থাকতে পারে।

ধামইরহাটে পৌর রাস্তায় নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি

নওগাঁর ধামইরহাটে পৌর এলাকার আমাইতাড়া বাজারে ড্রেন নির্মাণ কাজে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। সিডিউল অনুযায়ী এক নাম্বার ইট ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ৩ নম্বর ইট, স্থানীয়রা জানান, প্রায় ১০ দিন আগে কাজটি শুরু হয়। এলাকাবাসীর আপত্তি ও প্রতিবাদের মুখেও নিম্নমানের ইট ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পৌর কর্মকর্তা সজল কুমার-এর নির্দেশে একজন ঠিকাদারকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।তবে মানসম্মত উপকরণ না ব্যবহার করে তারা ব্যক্তিগত ফায়দা নিচ্ছেন বলে দাবি করেন স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে পৌর কর্মকর্তা সজল কুমারের দপ্তরে গেলে তিনি সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি।

ধামইরহাট পৌর প্রশাসক জনাব শাহরিয়ার রহমান বলেন, "আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব। কেন তারা নিম্নমানের ইট ব্যবহার করেছে, সে বিষয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্টদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে।"

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট পৌরসভা এলাকার
অভিযোগ উঠেছে

বরাবর,

মহাপরিচালক বাংলাদেশ মাদ্রাসা
শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

বিষয়: সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিম কর্তৃক 'নিয়োগ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একইসাথে অবৈধ কমিটি গঠন, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার' ও 'সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় প্রক্সির মাধ্যমে চরম অসদাচরণ ও নৈতিক স্খলনের' অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা]-এর অধ্যক্ষ/সুপার [মো. রেজাউল করিম] তাঁর পদ ও ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ণ করছেন এবং একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত হয়েছেন। এই কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষার পরিবেশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গত বছর (২০২৪) অভিযোগ করেও ফল পাইনাই।

অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:
১. নিয়োগ বাণিজ্য, অবৈধ কমিটি গঠন ও ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি সুপার মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা গ্রহণের (নিয়োগ বাণিজ্য) উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ গোপন ও অবৈধভাবে কমিটি গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি কমিটি গঠনে গুরুতর স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি করেছেন:

অবৈধ কমিটি ও স্বজনপ্রীতি (বিধিবহির্ভূত):
সুপার সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁর শ্যালককে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে গোপনে নিয়মিত কমিটি গঠনের চেষ্টা করেছেন। কমিটি গঠনে স্থানীয় কোনো অভিভাবক বা এলাকাবাসীকে রাখা হয়নি। তিনি একই সময়ে অবৈধ অ্যাডহক কমিটি ও নিয়মিত কমিটি উভয় ফাইল প্রস্তুত করে জমা দিয়েছেন, যেখানে অভিভাবক সদস্যদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করা হয়েছে।অবৈধভাবে গঠিত এই কমিটির কাগজপত্র বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে গোপনে পাঠানো হয়েছে/জমা দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক দুর্নীতি ও আত্মসাৎ:
শিক্ষকদের বেতন স্কেল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপার অতিরিক্ত টাকা ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেছেন। মাদ্রাসার আয় (পুকুর, জমি লিজের টাকা) সংক্রান্ত হিসাবে ব্যাপক গরমিল রয়েছে এবং লিজের টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা না রেখে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের ৪টি শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী থাকা সত্ত্বেও সুপার কোনো পদক্ষেপ নেননি।

২. বোর্ড পরীক্ষায় জালিয়াতি ও সুপারের চরম নৈতিকশৃঙ্খলা
সুপার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় গুরুতর অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা তাঁর নৈতিক শৃঙ্খলার এক অকাট্য প্রমাণ:

পরীক্ষার বিবরণ শিক্ষার্থীর তথ্য অনিয়মের তথ্য

এসএসসি (২০২৩/২০২৪) পুনঃপরীক্ষা সুপারের ছেলে। গণিতসহ একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় সে পুনঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

দাখিল পরীক্ষা (২০২৪/২০২৫) সুপারের ছেলে। দাখিল পরীক্ষার [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] এবং এসএসসি বোর্ডের [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] পুনঃপরীক্ষার তারিখ একই দিনে ছিল।

একই দিনে দুটি ভিন্ন বোর্ডের, ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শারীরিকভাবে অসম্ভব ও সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত।

এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সুপার তাঁর সন্তানের জন্য প্রক্সির (Proxy) ব্যবস্থা করেছেন অথবা চরম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই নৈতিক অসদাচরণের জন্য তিনি দায়িত্বশীল পদে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

২৫৫৬৮
২২।১২।২৫

তারিখ: অগ্রহায়ণ ১৪৩২
০৪ ডিসেম্বর ২০১৫

আমাদের জোর দাবি:
অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং সুপারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আরও ক্ষতি রোধকল্পে, আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি:

১. ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিমকে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত (Immediate Suspension) করা হোক। ২. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে জমা দেওয়া অবৈধ নিয়মিত কমিটি গঠনের ফাইলটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত (Stay Order) করা হোক এবং বাতিল করা হোক। ৩. সুপারের ছেলের দুটি পরীক্ষার সময়সূচি, হাজিরা খাতা ও উত্তরপত্র যাচাই করে জালিয়াতির সত্যতা নিশ্চিত করা হোক এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ৪. সুপারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আর্থিক দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগগুলো দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক।

ধন্যবাদান্তে,
সচেতন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও নাগরিক মহল
[ইসবপুর গ্রাম] ইসবপুর, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধাগনের পক্ষে

মো: আ: কদ্দুছ

মো: কদ্দুছ শেখ
পিতা-মৃত বাচ্চা শেখ
সাং-ইসবপুর
সাদুল্লাপুর,গাইবান্ধা
মোবা:০১৭২৭৯৬৬৮১৮

বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাদুল্লাপুর,গাইবান্ধা।

বিষয়ঃ অভিযোগ প্রসঙ্গে।

বিষয়: সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিম কর্তৃক নিয়োগ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে [illegible] অবৈধ কমিটি গঠন, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার [illegible] ও 'সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় প্রক্সির মাধ্যমে চরম জালিয়াতি' [illegible] অভিযোগ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা]-এর অধ্যক্ষ/সুপার [মো. রেজাউল করিম] তাঁর পদ ও ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদ্রাসার সুনাম ক্ষুণ্ণ করছেন এবং একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত হয়েছেন। এই কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিক্ষার পরিবেশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গত বছর (২০২৪) অভিযোগ করেও ফল পাইনাই।

অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:
১. নিয়োগ বাণিজ্য, অবৈধ কমিটি গঠন ও ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি সুপার মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা গ্রহণের (নিয়োগ বাণিজ্য) উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ গোপন ও অবৈধভাবে কমিটি গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি কমিটি গঠনে গুরুতর স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি করেছেন:
অবৈধ কমিটি ও স্বজনপ্রীতি (বিধিবহির্ভূত):
সুপার সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁর শ্যালককে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে গোপনে নিয়মিত কমিটি গঠনের চেষ্টা করেছেন। কমিটি গঠনে স্থানীয় কোনো অভিভাবক বা এলাকাবাসীকে রাখা হয়নি। তিনি একই সময়ে [illegible] কমিটি ও [illegible] কমিটি [illegible] প্রস্তুত করে জমা দিয়েছেন। যেখানে অভিভাবক সদস্যদের [illegible] করা হয়েছে [illegible] গঠিত এই কমিটির কাগজপত্র বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে [illegible] পাঠানো হয়েছে/জমা দেওয়া হয়েছে।
আর্থিক দুর্নীতি ও আত্মসাৎ:
শিক্ষকদের বেতন স্কেল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপার অতিরিক্ত টাকা ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেছেন। মাদ্রাসার আয় (পুকুর, জমি লিজের টাকা) সংক্রান্ত হিসাবে ব্যাপক গরমিল রয়েছে এবং নিজের টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা না রেখে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের ৪টি শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী থাকা সত্ত্বেও সুপার কোনো পদক্ষেপ নেননি।

২. বোর্ড পরীক্ষায় জালিয়াতি ও সুপারের চরম নৈতিকশৃঙ্খলা
সুপার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর সন্তানের বোর্ড পরীক্ষায় গুরুতর অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা তাঁর নৈতিক শৃঙ্খলার এক অকাট্য প্রমাণ:
পরীক্ষার বিবরণ শিক্ষার্থীর তথ্য অনিয়মের তথ্য
এসএসসি (২০২৩/২০২৪) পুনঃপরীক্ষা সুপারের ছেলে। গণিতসহ একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় সে পুনঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
দাখিল পরীক্ষা (২০২৪/২০২৫) সুপারের ছেলে। দাখিল পরীক্ষার [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] এবং এসএসসি বোর্ডের [বিষয় উল্লেখ করুন, যেমন: গণিত] পুনঃপরীক্ষার তারিখ একই দিনে ছিল।

একই দিনে দুটি ভিন্ন বোর্ডের, ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শারীরিকভাবে অসম্ভব ও সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত।

এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সুপার তাঁর সন্তানের জন্য প্রক্সির (Proxy) ব্যবস্থা করেছেন অথবা চরম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই নৈতিক অসদাচরণের জন্য তিনি দায়িত্বশীল পদে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমাদের জোর দাবি:
অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং সুপারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আরও ক্ষতি রোধকল্পে, আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি:

১. ইসবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর সুপার মো. রেজাউল করিমকে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত (Immediate Suspension) করা হোক। ২. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে জমা নেওয়া অবৈধ নিয়মিত কমিটি গঠনের ফাইলটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত (Stay Order) করা হোক এবং বাতিল করা হোক। ৩. সুপারের ছেলের দুটি পরীক্ষার সময়সূচি, হাজিরা খাতা ও উত্তরপত্র যাচাই করে জালিয়াতির সত্যতা নিশ্চিত করা হোক এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ৪. সুপারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আর্থিক দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগগুলো দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক।

ধন্যবাদান্তে,
সচেতন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও নাগরিক মহল
[ইসবপুর গ্রাম] ইসবপুর, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধাবাসীর পক্ষে
মো: কজুহ শেখ
মো: ফো: ফজুহ
পিতা-মৃত বাচ্চা শেখ
সাং-ইসবপুর
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা
মোবা:০১৭২৭৯৬৬৮১৮

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:
১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২. জেলা প্রশাসক (ডি.সি.), গাইবান্ধা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিচয়পত্র

মোঃ আব্দুল কদ্দুস শেখ

MD ABDUL KUDDUS SHAIKH

[illegible]

[illegible]

Date of Birth 02 Jan 19[illegible]

NID No 237 532 3926